ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 106 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৬২ ● কলকাতা ● ০৮ আশ্বিন, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 69

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

""'স্ত্রীশক্তি'-কে সন্তুলিত না করে সমাজের সন্তুলিত বিকাশ সম্ভব নয়। 'স্ত্রী' পুরুষের পত্নী কম হয়, মাতা বেশী হয়, কারণ মাতৃ স্বভাবই হল তার মূল স্বভাব। যিনিই আধ্যাত্মিক সাধু-মহাত্মা হয়েছেন, তাদের জীবনে কোথাও না কোথাও তাদের প্রেরণারূপে 'স্ত্রীশক্তি'র হাত নিশ্চয়ই রয়েছে। কারও জীবনে পরোক্ষ রূপে, কারও জীবনে প্রত্যক্ষ রূপে। সেইজন্য দেবদেবীদের মধ্যেও 'স্ত্রী'দের বিশেষ সম্মানের স্থান দেওয়া হয়েছে।"

"এইভাবে স্ত্রী হল এক শক্তি আর এই শক্তির প্রতি শারীরিক আসক্তি একদিকে চিত্তকে নষ্ট করে, অন্যদিকে নিজের ভিতরের শক্তির নিয়ন্ত্রণকেও নষ্ট করে।

ক্রমশঃ

ভোটার তালিকা থেকে আর নাম বাদ দেওয়া সহজ নয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া নিয়ে শাসক বিরোধী সংঘর্ষ চরমে। এবার যাবতীয় সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছে নির্বাচন কমিশন। তারা একটি নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করেছে। কর্ণাটকের আলান্দ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটারদের নাম গণহারে মুছে ফেলার জন্য রাহুল গান্ধি আবেদন দাখিল করার পর এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ১৮ সেপ্টেম্বর নিজের সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন যে আলান্দ ঠেকে কোনও একজন প্রায় ৬ হাজার ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার জন্য অনলাইনে আবেদন করেছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় প্রকৃত ভোটারদের পরিচয়পত্রের অপব্যবহার করা হয়েছে। ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত ফোন নম্বরগুলিও সেই ভোটারদের ছিল না যাদের নামে ফর্ম জমা দেওয়া হয়েছিল।এই প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যটি ভোটার আইডির অপব্যবহার রোধ

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

নিয়োগ দুর্নীতি মামলার স্বস্তি কারামন্ত্রীর

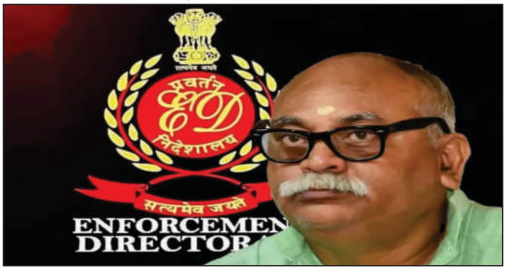

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অবশেষে বড় স্বস্তি পেলেন রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা । ইডির দাবি খারিজ করে কারামন্ত্রীর অন্তর্বর্তী জামিন বহাল রাখল আদালত। যদিও একাধিক শর্ত আরোপ করে জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত বলে খবর সূত্রের। শনিবার আদালত চত্বরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, 'আইনের প্রতি আমার বরাবর আস্থা ছিল, আগামী দিনেও থাকবে। আদালতের নির্দেশ মেনেই চলব।' তবে জামিন মনসুর হলেও এখনই পুরোপুরি জেল মুক্ত নয় চন্দ্রনাথ। আগামী দিনে ইডি বড় কোনও প্রমাণ দিতে পারলে মন্ত্রী কে আবার জেলবন্দী করা হতে পারে।বিশেষ শর্তে চন্দ্রনাথের জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত

আদালত যে শর্তে চন্দ্রনাথের জামিন মঞ্জুর করেছে, সেটা হল- কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যখনই তাঁকে তলব করবে, মন্ত্রীকে তখনই হাজিরা দিতেই হবে।এর পাশাপাশি তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া তদন্তকারীদের জন্যও কিছু সীমারেখা টেনে দিয়েছে আদালত। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, জেরা যতই হোক না কেন, বিকেল ৫ টার মধ্যে তা শেষ করতে হবে। রাতভর জেরা করা যাবে না। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নির্দেশ ইডির জন্য বড় ধাক্কা।

উল্লেখ্য, শনিবারই আদালতে ইডি মন্ত্রী চন্দ্রনাথকে ৭ দিনের জন্য তাদের হেফাজতে রাখার আদালতে আবেদন জানিয়েছিল। তাদের অভিযোগ, আয়বহির্ভূত বিপুল সম্পত্তি এবং তদন্তে অসহযোগিতা, এই দু'টি কারণে প্রভাবশালী তত্ত্বে তাঁকে কাস্টডিতে প্রসঙ্গত, বহিষ্কৃত তৃণমূল যুবনেতা কুন্তল ঘোষের জবানবন্দিতেই প্রথম উঠে আসে মন্ত্রী চন্দ্রনাথের নাম। তারপরই চন্দ্রনাথ সিনহার একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখে ইডি। সেখানে মেলে সন্দেহজনক লেনদেনের খোঁজ। সংস্থার দাবি, প্রায় ১৫৯ জন চাকরিপ্রার্থীকে গড়ে ৮ লক্ষ টাকা করে দিয়েছিলেন মন্ত্রী। অঙ্ক দাঁড়ায় প্রায় ১২.৭২ কোটি টাকা। কিন্তু এত বিপুল অর্থ কোথায় গেল, তার উত্তর এখনও মেলেনি। প্রয়োজন। কিন্তু বিচারক সেই আর্জি খারিজ করে দেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাড়ছে: কোথায় থাকেন আর কত বয়স, তার উপর নির্ভর করছে কে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

একটি নতুন আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে যে, চরম আবহাওয়ার প্রকোপ যেমন ক্রমশ বাড়ছে, তেমনই তা মানুষের উপর প্রভাব ফেলছে বিভিন্ন ভাবে। বাসস্থান এবং বয়সের উপর নির্ভর করছে কে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কীভাবে তাপপ্রবাহ বা শৈত্যপ্রবাহের সঙ্গে প্রবল বন্যা বা অনাবৃষ্টির মতো চরম দুর্যোগ একসঙ্গে ঘটতে পারে, তা গবেষণা করে দেখা হয়েছে। একে 'কম্পাউন্ড ক্লাইমেট এক্সট্রিমস' বলা হচ্ছে। মূল প্রশ্ন: সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে কারা?

আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং জনসংখ্যার পরিসংখ্যান মিলিয়ে এই সমীক্ষায় ১৯৯১-২০২০ ও ২০২১-২০৫০-র পরিস্থিতির তুলনা করা হয়েছে। বিভিন্ন উষ্ণতা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনার ভিত্তিতে তৈরি এই সমীক্ষার ফলাফল বেশ কিছু বৈষম্য চিহ্নিত করেছে।

এরপর ৩ পাতায়

ময়নাগুড়ি নতুন বাজার সার্বজনীন দুর্গাপূজার কমিটির প্যান্ডেলের থিম উৎসর্গ

সুকুমার বিশ্বাস, জলপাইগুড়ি

ময়নাগুড়ি নতুন বাজার সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির পক্ষ থেকে দুর্গাপূজার প্যান্ডেলে ফুটিয়ে তুলেছেন ৮০ থেকে ১০০ বছরের পুরনো গ্রাম বাংলার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এবং গ্রামবাংলায় কেমন দুর্গাপূজা হতো তারই নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে। নতুন বাজার সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির এবারে প্যান্ডেলের থিম উৎসর্গ। ৮০ থেকে ১০০ বছরের পুরনো গ্রাম বাংলার মানুষ কিভাবে চলতো। তাদের পরিবেশ কেমন ছিল। এবং গ্রাম বাংলার পূজার প্যান্ডেল কিরকম হতো। গ্রাম বাংলার জনজীবন কেমন ছিল। মানুষ কি কি ব্যবহার করতেন বিভিন্ন নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে। খড়ের ঘর, গ্রাম বাংলার চাষাবাদ গরুর গাড়ি, মহিষের গাড়ি, নাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করা, আগেকার যুগের মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করতো এবং খড়ি বা গাছের ডাল দিয়ে, খড়, জাবরা জঙ্গল দিয়ে ভাত রান্না করতো। পরিবেশ রক্ষার্থে বিভিন্ন নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে পূজার প্যান্ডেলে। বর্তমান প্রজন্মের ছোট ছোট বাচ্চারা যাতে বুঝতে পারে এবং জানতে পারে আগেকার যুগের পরিবেশ কেমন ছিল।তারই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে নতুন বাজার সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির প্যান্ডেলের মাধ্যমে। এক কথায় বলা যায় দুর্গা পূজার প্যান্ডেলে ৮০ থেকে ১০০ বছরের পুরনো স্মৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে। পূজা কমিটির পক্ষ থেকে জানান নতুন বাজার সার্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটি দর্শনার্থীদের নজর করবে এমনটাই আশা করছে। প্যান্ডেলের থিম হচ্ছে উৎসর্গ। পুরনো যুগের স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনা।

লাদাখে পূর্ণ রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনে মৃত ৪

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের দাবিতে লাদাখে গত কয়েকদিন ধরে চলতে থাকা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বুধবার হিংসাত্মক রূপ নেয়। আন্দোলনকারীদের মধ্যে আমরণ অনশনরত কয়েকজনকে মঙ্গলবার রাতে স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে এদিন লেহ অ্যাপেক্স বডির যুব সংগঠন হিংসাত্মক হয়ে ওঠে।লাদাখের আন্দোলনকে সেখানকার মানুষের রাগের বহিঃপ্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তিনি বলেন, কাশ্মীরের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কেন্দ্র। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ভোটের পরপরই পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসেবে গঠিত হবে জম্মু-কাশ্মীর। লাদাখকে তো রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিই দেয়নি দিল্লির সরকার। তাই তারাও মনে করে তারা প্রতারিত হয়েছে, এটা সেই রাগেরই বহিঃপ্রকাশ।তা নিয়ে পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন আরও ৭০ জন। কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল লাদাখে প্রশাসন কার্ফু জারি করেছে। এলএবি-র দাবি, সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল অনুসারে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসেবে গঠন করতে লাদাখকে।

বুধবার উত্তেজিত জনতা রাজধানী লেহ-র বিজেপি অফিস ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রচুর সংখ্যায় পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর ও আগুন জ্বালিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা। পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় খণ্ডযুদ্ধ চলে তাদের। পুলিশ আন্দোলনকারীদের দমন করতে লাঠিচার্জ করে। টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটায়। তাতে পরিস্থিতি আরও তপ্ত হয়ে ওঠে।গত ১০ সেপ্টেম্বর থেকে তাদের ১৫ সদস্য আন্দোলন অনশন আন্দোলন করছে। বুধবার পর্যন্ত ১০ জন গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। পরিবেশ আন্দোলনকারী এবং লাদাখকে রাজ্য ঘোষণার দাবিদার সোনম ওয়াংচুক আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। তবে তিনি হিংসা পরিহার করার আর্জি জানিয়েছেন। স্থানীয় বিধায়ক ন্যাশনাল কনফারেন্সের তনভির সিদ্দিক সংবাদসংস্থার কাছে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপি নেতৃত্বের সমালোচনা করে বলেছেন, এটা দুর্ভাগ্যের যে কোনও কিছুই সঠিকভাবে সমাধান করা হচ্ছে না। হিংসাত্মক আন্দোলনের প্রতিবাদে তিনি অনশন প্রত্যাহার করেছেন।

(১ম পাতার পর)

ভোটার তালিকা থেকে আর নাম বাদ দেওয়া সহজ নয়

করবে। এখন এই সমস্যার সমাধান হবে ই-সাইন প্রযুক্তির মাধ্যমে। নির্বাচন কমিশন তাদের ECINET পোর্টাল এবং অ্যাপে একটি নতুন 'ই-সাইন' বৈশিষ্ট্য চালু করেছে। এই বৈশিষ্ট্যের অধীনে, ভোটারদের রেজিস্ট্রেশন, মুছে ফেলা বা সংশোধনের জন্য আবেদন করার সময় তাদের আধার লিঙ্কযুক্ত ফোন নম্বর ব্যবহার করে তাদের পরিচয় যাচাই করতে হবে। আবেদনকারীরা কোনও যাচাই ছাড়াই ফর্ম জমা দিতে পারতেন, যা পরিচয় অপব্যবহারের ঝুঁকি তৈরি করত।

নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর, যখন কোনও ব্যক্তি ECINET পোর্টালে ফর্ম 6 (নতুন রেজিস্ট্রেশনের জন্য), ফর্ম 7 (নাম মুছে ফেলার জন্য), অথবা ফর্ম ৪ (সংশোধনের জন্য) পূরণ করেন তারপর তাকে 'ই-সাইন' এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে। পোর্টালটি আবেদনকারীকে সতর্ক করে দেবে যে ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ড সংযুক্ত আছে কিনা। কিন্তু সেক্ষেত্রেও নাম একই হতে হবে এবং আধার এবং মোবাইল নম্বর অবশ্যই লিঙ্ক করা থাকতে হবে। এরপর আবেদনকারীকে একটি বহিরাগত ই-সাইন পোর্টাল, যেখানে আধার নম্বর লিখতে হবে।আধার নম্বর দেওয়ার পর আধারের সঙ্গে সংযুক্ত ফোন নম্বরে একটি 'আধার ওটিপি' পাঠানো হয়। OTP দেওয়ার পর এবং সম্মতি দেওয়ার পরেই যাচাইকরণ সম্পন্ন হবে। তারপরে আবেদনকারীকে ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য ECINET পোর্টালে ফেরত পাঠানো হয়। এই প্রক্রিয়াটি জাল আবেদন রোধ করতে সাহায্য করবে।

(২ পাতার পর)

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাড়ছে: কোথায় থাকেন আর কত বয়স, তার উপর নির্ভর করছে কে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন

সমীক্ষার মূল তথ্যাবলি:

তাপপ্রবাহ এবং বন্যা বা অনাবৃষ্টির প্রকোপ সারা পৃথিবীতে দ্রুত বাড়বে বলে অনুমান।

এশিয়া ও আফ্রিকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিশেষত, শিশু ও যুবসমাজের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

সাহারার নিকটবর্তী অঞ্চলের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে তরুণদের উপর কম্পাউন্ড এক্সট্রিমস-এর চাপ সবচেয়ে তীব্র হবে।

ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় প্রবীণরাই তাপপ্রবাহের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টির মিলিত প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন । ইউরোপে প্রবীণদের ঝুঁকি বিশ্ব জুড়ে সর্বাধিক। এতে স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও সামাজিক তত্ত্বাবধান পরিকাঠামো নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে শৈত্যপ্রবাহের প্রকোপ কমলেও, আমেরিকার কিছু অংশ, উত্তর ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়ায় তা বাড়বে। ফলে একই সঙ্গে তাপপ্রবাহ ও দীর্ঘস্থায়ী শৈত্যপ্রবাহের যুগল বিপদ তৈরি হবে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য: বিশ্বব্যাপী ঝুঁকি বৃদ্ধির প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সেই সমস্যা বহুগুণ বাড়াচ্ছে। কিন্তু ইউরোপ ও এশিয়ার কিছু অংশে, যেখানে জনসংখ্যা স্থিতিশীল বা হ্রাসমান, সেখানে এর একমাত্র কারণ জলবায়ু পরিবর্তন।

বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণ এই গবেষণার বিশেষত্ব। বেশিরভাগ জলবায়ু গবেষণায় জনসংখ্যাকে একক হিসেবে দেখা হলেও, এখানে শিশু, তরুণ, প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রবীণ—এই ভাগে আলাদা করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়েছে যে চরম আবহাওয়ার চাপ সমানভাবে সবার উপর পড়ে না। অঞ্চলভেদে ও বয়সভেদে ভিন্নতর স্বাঙ্গীকরণ কৌশলের প্রয়োজনীয়তা এ গবেষণায় উঠে এসেছে।

ফলাফল স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে, দ্রুত পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রেক্ষাপটে আফ্রিকার তরুণ প্রজন্ম বা ইউরোপের প্রবীণ সমাজের মত সংকটাপন্ন মানবসমাজকে রক্ষা করার জন্য জলবায়ু অভিযোজন নীতি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন।

সম্পাদকীয়

অধীরঞ্জন চৌধুরী তীব্র সমালোচনা করলেন রাজ্য সরকারের

কলকাতা থেকে জেলা। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃৎযুমিছিল। কিন্তু এর দায় কার? মুখ্যমন্ত্রী কার্যত দায় ঠেলেছেন সিইএসসি-র দিকে। যদিও সেই দায় নিতে নারাজ সিইএসসি। রাতভর বৃষ্টিতে কলকাতা স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য ডিভিসির দিকেও আঙুল তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কলকাতায় মৃত্যুর ঘটনায় প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগে প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিয়েছে দুটি সংগঠন। চিঠিতে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। অতীতেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও এখনও হুঁশ ফেরেনি পুরসভা - বিদ্যুৎ দফতরের। এমনই অভিযোগ জানিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে।অভিযোগ উড়িয়ে ডিভিসি সূত্রে দাবি করা হয়েছে, কলকাতার বৃষ্টির সঙ্গে DVC-র ছাড়া জলের কোনও সম্পর্ক নেই। এরই মধ্যে বিরোধীদের কটাক্ষ উড়ে এসেছে। এই জলাবদ্ধতার জন্য রাজ্য সরকার ও পুরসভার দিকে আঙুল তুলছেন বিরোধী নেতারা।

কংগ্রেস নেতা অধীরঞ্জন চৌধুরী এদিন তীব্র সমালোচনা করলেন রাজ্য সরকারের। আঙুল তুললেন, প্রোমোটার রাজের দিকে। ফেসবুকে অধীর লিখলেন, 'কলকাতা জলের তলায়, প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে, একদম ঠিক কথা, কিন্তু বৃষ্টি তো ভূমিকম্প নয় যে আগে থেকে জানত না সরকার ! আগে থেকে রেড অ্যালার্ট জারি করেনি কেন? খোলা ইলেক্ট্রিকের লাইন গুলো ঠিক করা যেত না?

যথাযথ ব্যবস্থা নিলে তো মানুষগুলোর প্রাণ বাঁচানো যেত! পুজো উদ্বোধন করে বেড়াচ্ছেন ! মুখ্যমন্ত্রী নগরোন্নয়ন মন্ত্রী এসব বাদ দিয়ে শুধু তবে উদ্বোধন মন্ত্রী লিখুন এবার থেকে। ভাঙা রাস্তা সারানোর কোনো ব্যবস্থা হয়েছে ? পুজোর সময়েও সর্বত্র রাস্তা ভাঙা, অ্যাক্সিডেন্ট বাড়ছে, আবর্জনার স্তূপ হয়ে আছে সারা শহর। কোনো সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নেই। বৃষ্টি যেমন একটা কারণ, তার চেয়েও অনেক বড় কারণ, খাল সংস্কারের নামে টাকা ঝেড়ে উল্টে খাল বোজানো , আর তাতে বেআইনি নির্মাণ করে টাকা কামানো , ভাগ যাচ্ছে কালীঘাটে 75-25, প্রোমোটারি রাজ, ড্রেন পরিষ্কার হয়না, জল যাবে কোথায় ? নয়নজোলি যা কিছু অবশিষ্ট সব বুজিয়ে প্রমোটারি, পুকুর গুলো তো সেই কবেই বুজে গেছে। দায় কার ? কে চালাচ্ছে সরকার? আজ টিভি তে আপনি ভালো মানুষ সাজছেন । আপনি জানতেন না কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় খোলা ইলেক্ট্রিকের লাইন? আপনি ওপেন স্টেজ লাইভ ডিবেট করুন , চ্যালেঞ্জ করছি, আপনার গোটা সিস্টেম এর মুখোশ খুলে যাবে' অধীর বলেন, প্রোমোটার রাজের দৌড়াত্ম্যে কলকাতা থেকে জল নিষ্কাশনের সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কলকাতার মেয়র ফিরহাজ হাকিমকে কটাক্ষ করে অধীর বলেন, 'ওহে হাকিম ববি এটাই কলকাতার তোমার দিদি মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের প্রকৃত ছবি'

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(বিয়াল্লিশতম পর্ব)

অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের নিয়ে শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত হলেন। শ্রাদ্ধের ক্রিয়া কর্মাদি মিটে গেলে কালীপ্রসাদ দত্ত ব্রাহ্মণদের সম্মানার্থে ২৫০০০/- টাকা বিদায় স্বরূপ সন্তোষ রায়ের হাতে দিলেন। সন্তোষ রায় তখন ব্রাহ্মণদের বললেন, " দেখুন, আমরা যদি এই টাকা নিই তাহলে লোকে বলবে যে আমরা টাকার লোভে এক সমাজ পতিত ব্যক্তির পিতৃশ্রাদ্ধে উপস্থিত হয়েছিলাম। এই অপবাদের ভাগীদার হওয়ার চেয়ে এই টাকা ধর্ম কাজে ব্যয় করলে কেউ একটা কথাও বলতে পারবে না।" সন্তোষ রায়ের যুক্তিযুক্ত কথাকে সবাই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বিশিষ্ট কন্নড় সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ এস এল ভায়রাপ্পার প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রীর শোকজ্ঞাপন

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বিশিষ্ট কন্নড় সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ এস এল ভায়রাপ্পার মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছেন।

এক্স-এ এক পোস্টে তিনি লিখেছেন :

"এস এল ভায়রাপ্পা জি-র প্রয়াণে আমরা এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে হারালাম, যিনি আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করেছিলেন ও ভারত আত্মাকে গভীরভাবে অন্বেষণ করেছিলেন। এক নির্ভীক ও চিরন্তন চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে কন্নড় সাহিত্যকে গভীরভাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তাঁর লেখনী প্রজন্মের পর প্রজন্মকে সমাজের সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত হতে এবং চিন্তাভাবনাকে তুলে ধরতে প্রেরণা যোগাবে।

আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অবিচল ভালোবাসা আগামী বছরগুলিতে প্রেরণা জুগিয়ে যাবে। তাঁর পরিবার এবং অনুরাগীদের এই শোকের মুহূর্তে সমবেদনা জানাই। ওঁ শান্তি!"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

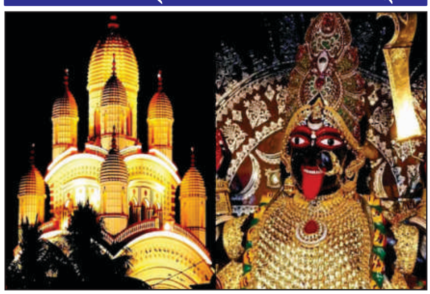

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আবার সোয়া সহস্র বছর আগেকার পালযুগ যদি হয় মা তারার, তাহলে এখন আমরা মা কালীর শাসনে বাস করি। এমন নয় যে অন্য মাতৃকারা নেই। মা দুর্গার নামেই যদিও এখন আমাদের সবথেকে বড় উৎসব,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ডুলুং নদীর চরে গভীর অরণ্যের মাঝে প্রায় ৫০০ বছরের প্রাচীন চিল্কিগড়ে অষ্টমী তিথিতে বিরাম ভোগ রাঁধেন মা কনক দুর্গা

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম শহর থেকে মাত্র ১৪ কিমি দুরে নির্জন অরণ্যের মধ্যে দন্ডায়মান ইতিহাস, যা শহুরে সভ্যতার কাছে এখন অনেকটাই অজানা। নীলবসনা দেবীর এই ঐতিহ্য নিয়ে আজও পর্যটকদের কাছে ব্যতিক্রমী ঠিকানা ঝাড়গ্রামের চিলকিগড়ের কনক দুর্গা মন্দির। মত্তগজ রাজবংশের গোপীনাথ সিং এই পুজোর প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়। আজ থেকে প্রায় পাঁচ শত বছর আগে রাজা রানীমার কাঁকন ও বালা দিয়ে তৈরি করেছিলেন দেবী কনকদুর্গার মূর্তি, আর এই মন্দিরই স্থাপন করা হয়েছিল চিলকিগড়ের ডুলুং নদীর চরে গভীর অরণ্যের মাঝে, প্রথমে এখানে ব্রাহ্মণ রাজা স্বরূপ ত্রিপাঠী পুজো করে আসছিলেন পরবর্তী ক্ষেত্রে সামন্ত রাজা এই পুজো চালিয়ে আসছেন। সারা বছরই পূণ্যার্থীরা এই মন্দিরে ভিড় করেন। তবে দুর্গাপুজোর সময় বহু পর্যটক ঘুরতে আসেন এখানে।অন্যান্য পুজোর নিয়মাবলী ক্ষেত্রে এখানে পুরোপুরি ভিন্ন, মহাষ্টমীতে হাঁসের ডিমের ভোগ দেওয়া হয়। তবে দুর্গাপুজোর চার দিন বিশেষ রীতি আচার মেনে পুজো চলে ঝাড়গ্রামের কনক দুর্গা মন্দিরে। এই চার দিন দেবীকে হাঁসের ডিম, মাছ পোড়া, শাক ভাজা ও পান্তা ভাতের ভোগ নিবেদন করা হয়। প্রতিবার খাবারের শেষে মায়ের জন্য একটি পান দিয়ে আসেন এখানকার পুরোহিতরা।

কথিত আছে এখানে অষ্টমীর বিরাম ভোগ রাঁধেন দেবী নিজে। তিথি-নক্ষত্র মেনেই অষ্টমী পুজোর পর গভীর রাতে জঙ্গলের ভেতরে একটি কক্ষে নতুন মাটির হাঁড়িতে জল ও অন্যান্য সামগ্রী ভরে শালপাতা দিয়ে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে উনুনে চাপিয়ে দেন মন্দিরের মূল পুরোহিত ।উনুনে তিনটি কাঠে আগুন জ্বেলে ঘরের দরজা তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রাজ বাড়িতে দিয়ে আসা হয়।সেখানে বাইরের কারও প্রবেশাধিকার থাকে না। নবমী দিন সকালে ফের রাজবাড়ি থেকে চাবি এনে তা খোলা হয় শুরু হয় নবমীর পুজো। স্থানীয়দের বিশ্বাস দেবী স্বয়ং এসে এই ভোগ রান্না করেন। স্থানীয়দের মতে এই দেবী অত্যন্ত জাগ্রত, মায়ের কাছে কিছু প্রার্থনা করলে তা পূর্ণ হয়।চিলকিগড়ে গিয়ে পৌঁছলেই মনে হবে প্রকৃতি তার সব রূপ যেন ঢেলে দিয়েছে। নদী, ছায়াঘন জঙ্গল, গাছে গাছে রঙবেরঙের প্রজাপতি, কি নেই সেখানে। জঙ্গলের মধ্যে কনকদুর্গা মন্দির, ডুলুং নদী এবং জঙ্গলের টানে পর্যটকের ভিড় এখানে লেগেই থাকে বছরভর। কিন্তু, রাতে থাকার ঠিকঠাক ব্যবস্থা না থাকায় মুখ ফেরাচ্ছিলেন পর্যটকরা। এবার সেই কালিমা ঘুচিয়ে নবরূপে তৈরি চিলকিগড়। জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় অতিথিশালা রয়েছে। প্রশাসনের উদ্যোগে মন্দির চত্বরে সৌন্দর্যায়নের কাজ হয়েছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance [illegible] - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

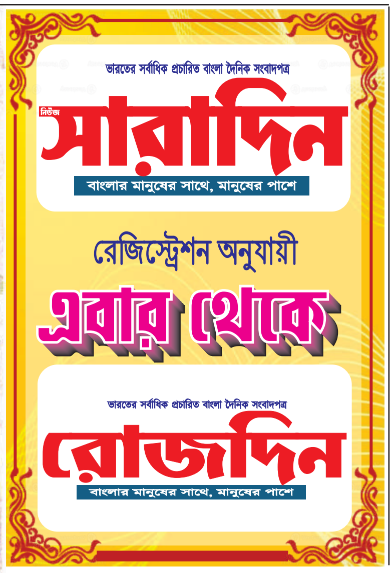

জাহাজ নির্মাণ, সমুদ্রক্ষেত্রে অর্থের যোগান এবং দেশীয় সক্ষমতা বাড়াতে চারটি ভিত্তির ওপর নির্ভর করে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

সমুদ্রক্ষেত্রের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ দেশের জাহাজ নির্মাণ ও সামুদ্রিক পরিমণ্ডলের পুনরুজ্জীবনে ৬৯,৭২৫ কোটি টাকার সার্বিক প্যাকেজের অনুমোদন দিয়েছে। এই প্যাকেজে ৪টি ভিত্তির ওপর নির্ভর করে দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি, দীর্ঘমেয়াদী অর্থের যোগান, গ্রীন ফিল্ড ও ব্রাউন ফিল্ড শিপইয়ার্ড উন্নয়ন, কারিগরি সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এক সুদৃঢ় সামুদ্রিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইনী, কর সংক্রান্ত ও নীতিগত সংস্কারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এই প্যাকেজের আওতায় জাহাজ নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ মার্চ ২০৩৬ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তহবিলের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২৪,৭৩৬ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ভারতে জাহাজ নির্মাণে উৎসাহ দেওয়া। এক্ষেত্রে শিপ ব্রেকিং ক্রেডিট নোটের জন্য ৪০০১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এইসব উদ্যোগ যাতে সঠিকভাবে রূপায়িত হয়, তার ওপর নজর রাখতে একটি জাতীয় জাহাজ নির্মাণ মিশনেরও সূচনা হবে বলে জানানো হয়েছে।

এছাড়া সমুদ্র খাতে দীর্ঘমেয়াদী অর্থের যোগান সুনিশ্চিত করতে ২৫০০০ কোটি টাকার একটি সমুদ্র উন্নয়ন তহবিল গড়ে তোলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২০,০০০ কোটি টাকার একটি সমুদ্র বিনিয়োগ তহবিল রয়েছে। এক্ষেত্রে ভারত সরকার ৪৯ শতাংশ অর্থ দেবে। ঋণের খরচ কমাতে সুদে ভর্তুকি বাবদ ৫০০০ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। এর পাশাপাশি ১৯,৯৮৯ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দে জাহাজ নির্মাণ উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। এর লক্ষ্য দেশীয় জাহাজ নির্মাণ ক্ষমতা বার্ষিক ৪.৫ মিলিয়ন গ্রস টনেজে নিয়ে যাওয়া, বড় বড় জাহাজ নির্মাণ ক্লাস্টারগুলিকে সাহায্য করা, পরিকাঠামোর বিস্তার, ভারতীয় মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ইন্ডিয়া শিপ টেকনোলজি সেন্টার গড়ে তোলা এবং জাহাজ নির্মাণ প্রকল্পগুলিতে বিমার সুবিধা দেওয়া।

এই প্যাকেজের সুবাদে জাহাজ নির্মাণের ক্ষমতা ৪.৫ মিলিয়ন গ্রস টনেজ বাড়বে, প্রায় ৩০ লক্ষ কাজের সুযোগ তৈরি হবে এবং এই ক্ষেত্রে ৪.৫ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক প্রভাব ছাড়াও এই উদ্যোগের ফলে জাতীয় সুরক্ষা, জ্বালানি সুরক্ষা ও খাদ্য সুরক্ষা আরও সুদৃঢ় হবে। এই উদ্যোগ ভারতের ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বাড়িয়ে আত্মনির্ভর ভারতের ভাবনাকে সাকার করবে এবং বিশ্বজনীন জাহাজ নির্মাণ ক্ষেত্রে ভারতকে এক বলিষ্ঠ প্রতিযোগী হিসেবে তুলে ধরবে।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ডাক্তারিতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ ডাক্তারিতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারি মেডিক্যাল কলেজ / স্বশাসিত স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠান / সরকারি হাসপাতালগুলিতে ৫,০০০ স্নাতকোত্তর পর্যায়ের আসন এবং এমবিবিএস-এ ৫,০২৩টি আসন বাড়ানো হবে। এই উদ্যোগের ফলে দেশে চিকিৎসকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

এই দুটি প্রকল্প রূপায়ণে ২০২৫-২৬ থেকে ২০২৮-২৯ বর্ষ পর্যন্ত খরচ হবে ১৫,০৩৪.৫০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্রের অংশ থাকবে ১০,৩০৩.২০ কোটি টাকা এবং রাজ্যগুলি দেবে ৪,৭৩১.৩০ কোটি টাকা।

কর্মসংস্থান সহ প্রকল্পের প্রভাব :

এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি হল –

(১) ভারতে ডাক্তারি শিক্ষায় আরও সুযোগ-সুবিধা প্রদান;

(২) আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ডাক্তারি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ;

(৩) ব্যয়সাশ্রয়ী চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের যোগান;

(৪) গ্রামাঞ্চল ও প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ বাড়ানো;

(৫) চিকিৎসক, ফ্যাকাল্টি, প্যারা-মেডিক্যাল কর্মী, গবেষক, প্রশাসক এবং সহায়ক পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

ভারতে এই মুহূর্তে ৮০৮টি মেডিক্যাল কলেজে ১,২৩,৭০০টি এমবিবিএস-এর আসন রয়েছে, যা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত এক দশকে এমবিবিএস-এ ৬৯,৩৫২টি নতুন আসন বাড়ানো হয়েছে। একইভাবে, স্নাতকোত্তর স্তরে আসন বেড়েছে ৪৩,০৪১টি।

জনস্বাস্থ্যের উন্নতি এবং অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অগ্রণী উদ্যোগগুলির প্রভাব তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ জাতীয় উন্নয়নের এক প্রধান স্তম্ভ হিসেবে ভারতের স্বাস্থ্য পরিচর্যার রূপান্তরের ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতির ওপর আলোকপাত করেছেন। আয়ুষ্মান ভারত, পোষণ অভিযান ও স্বচ্ছ ভারতের মতো উদ্যোগগুলি কীভাবে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানোর পাশাপাশি অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করে তুলছে, সম্প্রতি এক নিবন্ধে বিখ্যাত কার্ডিয়াক সার্জেন ডঃ দেবী প্রসাদ শেট্টি তা তুলে ধরেছিলেন।

এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন :

"ডঃ দেবী প্রসাদ শেট্টি লিখেছেন যে, ভারতের স্বাস্থ্য পরিষেবা বর্তমানে অর্থনৈতিক বিকাশের এক প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। আয়ুষ্মান ভারত, পোষণ অভিযান ও স্বচ্ছ ভারতের মতো উদ্যোগগুলি রোগের বোঝা কমাচ্ছে, পরিবারের সঞ্চয় রক্ষা করছে এবং মানব মূলধন গঠন করছে। স্বাস্থ্যকে ব্যয় হিসেবে না দেখে বিনিয়োগ হিসেবে দেখার এই দৃষ্টিভঙ্গী সুশাসন ও প্রগতিকে আরও সমৃদ্ধ করছে।"

সিনেমার খবর

অভিনেতাকে নিয়ে আনুশকা-প্রিয়াঙ্কার তর্কাতর্কি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নায়িকাদের মধ্যে কি বন্ধুত্ব হয়? এই আলোচনা প্রায়ই সংবাদের শিরোনামে উঠে আসে। বিশেষত একসঙ্গে কাজ করতে গেলে নাকি তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি লেগেই থাকে। বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়ারও নাকি এই একই অভিজ্ঞতা রয়েছে!

জোয়া আখতারের 'দিল ধাড়কনে দো' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন দুই নায়িকা। শুটিং চলাকালীন দুই অভিনেত্রীর একটি বিষয়ে মতভেদ শুরু হয়। সেই মতভেদ পৌঁছায় কথা কাটাকাটিতে। অভিনেতা দর্শন কুমারকে নিয়ে নাকি দুই নায়িকার মধ্যে তর্ক বেঁধে যায়। এই অভিনেতাকে নিয়ে দুই নায়িকার দুই রকমের মত।

'দিল ধাড়কনে দো' ছবিতে অভিনয়ের আগে 'এনএইচ ১০' ছবিতে দর্শনের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন আনুশকা। অন্য দিকে 'মেরি কম' ছবিতে দর্শনের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন প্রিয়াঙ্কা। আনুশকা মতে, দর্শন কুমার খুব উদ্ধত ধরনের। ভিন্ন মত জানান প্রিয়াঙ্কা। তার মতে, দর্শন খুবই মিষ্টি মানুষ। এই নিয়ে দুই নায়িকার মতভেদ।

দর্শন নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "প্রিয়াঙ্কা ও আনুষ্কার একটি ছবির সেটে দেখা হয়। তারা আমার বিষয়ে কথা বলছিলেন। প্রিয়াঙ্কা বলেছিলেন, দর্শন খুব পরিশ্রমী ও দক্ষ অভিনেতা এবং মিষ্টি মানুষ।"

প্রিয়াঙ্কার কথা শুনে আনুশকা নাকি বলেছিলেন, "ওর মতো উদ্ধত মানুষ আমি আর দেখিনি।" দর্শন বলেছেন, "দুই অভিনেত্রীর দুই মত। আসলে আমি ছবিতে চরিত্রের মধ্যে থাকি। 'এনএইচ ১০'-এ আমার চরিত্রটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার খাতিরে আমি আনুশকার সঙ্গে কখনও ভাল আচরণ করিনি। ছবিতে অভিনয় শেষ হওয়ার পরে তার সঙ্গে ভালভাবে কথা বলেছিলাম।"

'এনএইচ ১০' ছবিতে খলচরিত্রে ছিলেন দর্শন। চরিত্রের মতোই সেটেও তেমনই আচরণ করতেন। তাই তাকে আনুশকার উদ্ধত মনে হয়েছিল বলে জানান অভিনেতা। বর্তমানে দর্শনকে দেখা যাচ্ছে 'দ্য বেঙ্গল ফাইল্স' ছবিতে।

অবৈধ জুয়ার অ্যাপের প্রচার, উর্বশী-মিমিকে ইডির তলব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একটি অনলাইন বেটিং অ্যাপের প্রচারণায় যুক্ত থাকার অভিযোগে টলিউড অভিনেত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেসের সাবেক সাংসদ মিমি চক্রবর্তী এবং বলিউড অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলাকে তলব করেছে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মিমি চক্রবর্তীকে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ইডির সদর দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। আর ১৬ সেপ্টেম্বর হাজিরা দিতে বলা হয়েছে উর্বশী রাউতেলাকে। অনলাইন বেটিং প্ল্যাটফর্মটির বিপণনে তাঁরা কীভাবে যুক্ত হয়েছেন এবং এর বিনিময়ে কত অর্থ পেয়েছেন এসব বিষয়ে জানতে চায় ইডি।

এর আগে, একই মামলায় ৪ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ইডির কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটার শিখর ধাওয়ানকে। একইভাবে গত মাসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সুরেশ রায়নাকেও। বেটিং অ্যাপের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কীভাবে যোগাযোগ করেছিল, কীভাবে অর্থ লেনদেন হতো এসব তথ্য নিয়েই চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।

এছাড়া, এই মামলায় টলিউড অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরাকেও সমন পাঠিয়েছিল ইডি। সূত্র জানায়, একাধিক অবৈধ বেটিং অ্যাপের বিরুদ্ধে তদন্তে এখন পর্যন্ত অন্তত ২৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

তদন্তকারীদের অভিযোগ, এসব অ্যাপের মাধ্যমে কয়েক কোটি রুপি অবৈধভাবে উপার্জন করা হয়েছে এবং সেই অর্থ পাচার করা হয়েছে। ভারতীয় কেন্দ্র সরকার ইতোমধ্যে এসব অনলাইন বেটিং ও গেমিং অ্যাপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

ইডির কর্মকর্তারা বলছেন, বেটিং অ্যাপগুলোর মাধ্যমে আর্থিক জালিয়াতি ও মানি লন্ডারিংয়ের বিস্তৃত চক্র গড়ে উঠেছে। এর সঙ্গে জড়িত জনপ্রিয় তারকারা, যাঁরা প্রচারনায় অংশ নিয়েছেন, তাঁদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কাজলের সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর গুজব

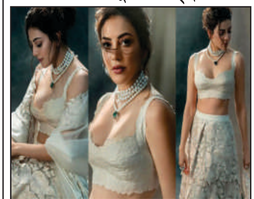

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

'সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন কাজল', এমন গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণের তুমুল জনপ্রিয় অভিনেত্রী কাজল আগারওয়ালকে নিয়ে। এরপর ভক্তদের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে এই অভিনেত্রী জানালেন, সুস্থ আছেন তিনি।

এরআগে সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) নিজের সামাজিকমাধ্যমে স্পষ্ট জানালেন যে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুস্থ আছেন।

কাজল লিখেছেন, "আমাকে ঘিরে একটা গুজব খবর রটেছে, আমার নাকি সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে! সত্যি বলতে কী, ব্যাপারটা ভীষণ মজার। কারণ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। আপনাদের সবাইকে আশ্বস্ত করে বলছি আমি পুরোপুরি সুস্থ আছি, নিরাপদে আছি। সবার কাছে অনুরোধ, এ ধরনের ভুয়া খবর বিশ্বাস করবেন না। চলুন, আমরা একটু ইতিবাচক চিন্তাভাবনা রাখি। সত্যকে ঘিরে থাকি।"

উল্লেখ্য, ২০০৪ সালে 'কিউঁ! হো গায়া না' ছবির হাত ধরে প্রথমে বলিউডে যাত্রা শুরু করেন কাজল।

এরপর, 'থুপাক্কি'-তে তার অ্যাকশন-রোম্যান্স, 'কোমালি'-তে কমেডির ছোঁয়া, 'হে সিনামিকা'-তে কাজল নিজেকে নতুন ভাবে উপস্থাপন করেছেন।

এছাড়াও, 'টেম্পার' এবং 'বাঘবন্ত কেসারি'-তে তার স্ক্রিন প্রেজেন্স ছিল দুর্দান্ত। শেষ বার তাকে দেখা গিয়েছে 'কান্নাপ্পা'-তে, যেখানে তিনি একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সামনে মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে 'দ্য ইন্ডিয়ান স্টোরি', 'ইন্ডিয়ান ৩', এবং 'রামায়ণ'-এ, যেখানে তিনি মন্দোদরীর চরিত্রে অভিনয় করছেন।

সম্প্রতি এক ভিডিওতে দাবি করা হয় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কাজল আগরওয়ালের। তারপর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকপ্রকাশ করেন অভিনেত্রীর অনুরাগীরা।

মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়তেই মন্তব্যের ঘরে একজন লিখেছেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না আপনি নেই এমন কেন হলো?"

তবে কাজলের পোস্ট করার পর থেকে তার ভক্ত এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের 'থ্যাংক গড' লিখে পোস্ট এবং মন্তব্য করতে দেখা যায়। তারা নিজের প্রিয় অভিনেত্রীর মঙ্গলকামণা করে স্বাগতম জানান।

ইংল্যান্ডের অ্যাশেজ দলে বিশাল এক চমক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অ্যাশেজের আর খুব বেশি দিন বাকি নেই। বছরের শেষে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে হবে এবারের অ্যাশেজ। এই সিরিজকে সামনে রেখে ইংল্যান্ড তাদের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। এবারের স্কোয়াডে একটা বড় চমকই রেখেছে ইসিবি।

ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসের কাঁধের চোট তার খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করেছিল। তবে নির্বাচকরা জানিয়েছেন, তিনি ফেরার পথেই আছেন।

স্টোকস ভারতের বিপক্ষে শেষ টেস্টে খেলতে পারেননি চোটের কারণে। ৩১ জুলাই থেকে শুরু হওয়া ওভাল টেস্টে তাকে ছাড়াই মাঠে নামে ইংল্যান্ড। সেই ম্যাচে হেরেছিল তারা। তবে আসন্ন অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম টেস্ট থেকেই মাঠে নামার আশা রয়েছে স্টোকসের। ম্যাচটি শুরু হবে ২১ নভেম্বর, পার্থে।

এদিকে এই দলে চমক হিসেবে জায়গা পেয়েছেন উইল জ্যাকস। তাকে মূলত দেখা হতো হোয়াইট বল ক্রিকেটার হিসেবে। তার ঝুলিতে টেস্টের অভিজ্ঞতা মোটে ২টি। সেগুলোও প্রায় তিন বছর আগের!

ফার্স্ট ক্লাসেও আহামরি পারফর্ম্যান্স নেই তার। ৪৯ উইকেট নিয়েছেন তিনি ৪২.২২ গড়ে। ইংল্যান্ডের হয়ে সব মিলিয়ে ১৫টি উইকেট রয়েছে তার ঝুলিতে।

উইল জ্যাকসকে দলে নেওয়া হয়েছে মূলত অফ স্পিনার হিসেবে শোয়েব বশিরের ব্যাকআপ হিসেবে। জ্যাক লিচ, লিয়াম ডসন ও রেহান আহমেদের চেয়ে তাকে এগিয়ে রাখা হয়েছে।

ইংল্যান্ডের দলে আরও ফিরেছেন পেসার মার্ক উড, যিনি হাঁটুর চোটে পুরো ইংলিশ মৌসুম খেলতে পারেননি। জফরা আর্চারকেও রাখা হয়েছে, যদিও ফরম্যাটে ফেরার পর তিনি এখনো মাত্র দুই টেস্ট খেলেছেন। ম্যাথিউ পটসও ডাক পেয়েছেন, যদিও তিনি শেষ টেস্ট খেলেছিলেন গত বছরের ডিসেম্বরে।

দলের নতুন ভাইস-ক্যাপ্টেন হয়েছেন হ্যারি ব্রুক। তিনি অলি পোপের জায়গায় এই দায়িত্ব পেয়েছেন।

২০২৩ সালের অ্যাশেজ সিরিজ ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া ২-২ এ ড্র হয়েছিল। তবে ইংল্যান্ড শেষবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাশেজ জিতেছিল ২০১০-১১ মৌসুমে। এই সিরিজে পার্থ ছাড়াও ব্রিসবেন, অ্যাডিলেড, মেলবোর্ন ও সিডনিতে ম্যাচ হবে।

অ্যাশেজের আগে নিউজিল্যান্ড সফরে যাবে ইংল্যান্ড। সেখানে তিনটি টি-টোয়েন্টি ও তিনটি ওয়ানডে খেলবে তারা।

অ্যাশেজে ইংল্যান্ডের দল:

বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জফরা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসন, শোয়েব বশির, জ্যাকব বেটেল, হ্যারি ব্রুক, ব্রাইডন কার্স, জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, অলিভ পোপ, ম্যাথিউ পটস, জো রুট, জেমি স্মিথ (উইকেটরক্ষক), জশ টাং, মার্ক উড।

যে ১৭ দেশের নিশ্চিত ২০২৬ বিশ্বকাপ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসর বিশ্বকাপ আগামী বছরের জুনে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে বসবে। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এবারের আসরে লড়বে ৪৮টি দল।

ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে বেশ কয়েকটি মহাদেশীয় অঞ্চলের বাছাইপর্ব, আবার কিছু অঞ্চলে চলছে তীব্র লড়াই। তবে এ পর্যন্ত ১৭টি দেশ ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা নিশ্চিত করেছে।

কনকাকাফ (উত্তর আমেরিকা)

আয়োজক দেশ হিসেবে সরাসরি জায়গা নিশ্চিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। এ অঞ্চলের বাকি দলগুলোর লড়াই নভেম্বর পর্যন্ত চলবে।

দক্ষিণ আমেরিকা (কনমেবল)

এই অঞ্চল থেকে ইতোমধ্যে বিশ্বকাপে নাম লিখিয়েছে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, উরুগুয়ে, ইকুয়েডর ও প্যারাগুয়ে। এর মধ্যে প্যারাগুয়ে ১৬ বছর পর ফিরল বিশ্বমঞ্চে। বাকি একটি দল আসবে ভেনেজুয়েলা ও বলিভিয়ার মধ্যে প্লে-অফ থেকে।

এশিয়া

এশিয়া থেকে ইতোমধ্যেই বিশ্বকাপে নিশ্চিত হয়েছে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, জর্ডান, উজবেকিস্তান ও ইরান। এছাড়া আরও দুটি দল সরাসরি যাবে, আর আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ থেকে একটি দল যোগ দেবে।

ইউরোপ

ইউরোপীয় অঞ্চলে বাছাইপর্ব সদ্য শুরু হয়েছে। এবারের ফরম্যাটে ম্যাচ সংখ্যা কম হওয়ায় আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই দলগুলো ধাপে ধাপে নিশ্চিত হবে।

আফ্রিকা

আফ্রিকা অঞ্চল থেকে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হয়েছে শুধু মরক্কো। এখান থেকে আরও আটটি দল যাবে মূল আসরে।

ওশেনিয়া

ওশেনিয়া থেকে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে নিউজিল্যান্ড।

এদিকে ফুটবল ভক্তরা দিনগুনে স্বপ্ন সাজিয়ে যাচ্ছেন প্রিয় দল এবং প্রিয় খেলোয়াড় ঘিরে।

এক ম্যাচের পারফরম্যান্সেই আইসিসির মাসসেরা সিরাজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত আগস্টে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ টেস্টে দুর্দান্ত বোলিংয়ে ভারতকে জেতানোর পাশাপাশি ম্যাচসেরা হয়েছিলেন মোহাম্মদ সিরাজ। ওই এক ম্যাচের পারফরম্যান্স দিয়েই আইসিসির আগস্ট মাসের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন এই ভারতীয় পেসার।

ইংল্যান্ড সফরে অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফিতে বল হাতে দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন তিনি। শেষ ম্যাচে এসে বনে গেছেন নায়ক।

ওভালে জিততে পারলেই সিরিজ জিতে নিতো ইংলিশরা। তবে ম্যাচের শেষ দিনে এসে সেটা হতে দেননি সিরাজ। সুইং ও গতির মিশেলে জেমি স্মিথ, গাস অ্যাটকিনসনদের কাজটা কঠিন করে দেন ডানহাতি এই পেসার। সকালের শুরুতে তিন উইকেট নিয়ে ভারতের ৬ রানের অবিশ্বাস্য এক জয় নিশ্চিত করেন। এমন জয়ে সিরিজ ড্র করে ভারত।

প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নেওয়া সিরাজ দ্বিতীয় ইনিংসে নেন ৫ উইকেট।

শেষ টেস্টে ৯ উইকেট নিয়েই আগস্টের মাসসেরা হয়েছেন সিরাজ। এই পেসার বলেন, আইসিসির মাসসেরা ক্রিকেটার হওয়া বিশেষ সম্মানের। অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি স্মরণীয় একটা সিরিজ। আমি খেলেছি এমন সিরিজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তেজনায় ঠাসা। আমি গর্বিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু স্পেলে অবদান রাখতে পেরেছি, বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR